বাংলাদেশের শিক্ষা-সংস্কৃতির-আর্থসামাজিক পটভূমিতে রচিত এই 'জেন্ডার ও উন্নয়ন কোষ' গ্রন্থটি নিঃসন্দেহে একটি অভাব পূরণের জায়গা থেকে সংকলিত এবং সম্পাদিত হয়েছে। ২৮টি অধ্যায়ে জেন্ডার ও উন্নয়নের বিভিন্ন দিক বিশ্লেষণ করা হয়েছে নানা দৃষ্টিকোণ থেকে। শিক্ষার্থী, গবেষক, শিক্ষাবিদ, সাংবাদিক, উন্নয়নকর্মী, মানবাধিকারকর্মী, সংস্কৃতিকর্মী, সরকারি-বেসরকারি সংস্থার জেন্ডার সেক্টরে কর্মরত সবাই বইটি থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত খুঁজে পাবেন। সাধারণ পাঠক যাঁরা এ বিষয়ে আগ্রহী তাঁদের জানার জায়গাকে সহায়তা করবে এ বই।

১৫৮ জন লেখক এই বইয়ে ভুক্তি লিখেছেন। যাঁরা লিখেছেন তাঁরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ অবস্থান থেকে বিষয় দু'টোকে বিশ্লেষণ করেছেন মেধা এবং অধ্যয়নের পরিপ্রেক্ষিতে। তাঁরা বর্তমানের অধীতবিদ্যার সবগুলো শাখাতে যুক্ত থেকেই জেন্ডার ও উন্নয়ন প্রত্যয়কে জ্ঞানচর্চার বিষয় হিসেবে দেখেছেন।

গ্রন্থের ২৮টি অধ্যায়ের প্রতিটিতে প্রায় পঞ্চাশটির মতো ভুক্তি সংকলিত হয়েছে। জেন্ডার ও আদিবাসী অধ্যায়ে ১০০টিরও বেশি ভুক্তি আছে। বাংলা ভাষায় এখন পর্যন্ত এমন একটি গ্রন্থ রচিত হয়নি। বিষয় এবং ভুক্তি সংখ্যার বিবেচনায় এটি জ্ঞানচর্চার জায়গায় বড় পরিসর দাবি করতে পারে।

এই গ্রন্থটির সম্পাদক সেলিনা হোসেন মূলত কথাশিল্পী। উপন্যাসের বড় ক্যানভাস তাঁকে বেশি টানে। লেখেন ছোটগল্প, শিশুসাহিত্য এবং প্রবন্ধ। বাংলা একাডেমীতে চাকরি নিয়েছিলেন গবেষণা সহকারী হিসেবে। চৌত্রিশ বছরের চাকরি জীবনে যুক্ত হয়েছিলেন বাংলা একাডেমীর বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্রকল্পের গবেষণা ও সম্পাদনার কাজে। এর মধ্যে আছে চরিতাভিধান, সাহিত্যকোষ, লেখক অভিধান, নজরুল রচনাবলী, বিজ্ঞান বিশ্বকোষ, ছোটদের অভিধান, একুশের গল্প, একুশের স্মারক গ্রন্থসহ আরও অনেক বই।

গবেষণা প্রতিষ্ঠান বাংলা একাডেমী থেকে সঞ্চয় করা সম্পাদনার অভিজ্ঞতা থেকে নানা বই সম্পাদনার সঙ্গে যুক্ত হয়ে কাজ করছেন বর্তমানে। জেন্ডার গ্রন্থমালা শিরোনামে যৌথ সম্পাদনা শুরু করেছেন। এই সিরিজের বই হচ্ছে নারীর ক্ষমতায়ন: রাজনীতি ও আন্দোলন ২০০৩; বাংলাদেশের নারী ও সমাজ ২০০৪; পুরুষতন্ত্র নারী ও শিক্ষা ২০০৭; সাহিত্যে নারীর জীবন ও পরিসর ২০০৭; জেন্ডার ও আর্থসামাজিক উন্নয়ন ২০০৭; জেন্ডার আলোকে সংস্কৃতি ২০০৮।

২০০৬ সালে যৌথ সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছে জেন্ডার বিশ্বকোষ। একই বছরে সম্পাদনা করেছেন 'ইবসেনের নাটক ও কবিতা' এবং 'ইবসেনের নারী'। ঢাকাস্থ নরওয়েজিয়ান দূতাবাস বিশ্বখ্যাত নাট্যকার হেনরিক ইবসেনের শতবার্ষিকীতে গ্রন্থদুটো সম্পাদনার দায়িত্ব তাঁকে প্রদান করেন। দুই খণ্ডে যৌথ সম্পাদনা করেছেন সংগ্রামী নারী যুগে যুগে (১৯৯৮-১৯৯৯)। শান্তি সমুজ্জ্বল নামে শান্তি বিষয়ক বইয়ের যৌথ সম্পাদনাও তাঁর আর একটি কাজ। সম্পাদনা করেছেন আমি নারী: আমি মুক্তিযোদ্ধা ২০০৪। ছোটদের জন্য সম্পাদনা করেছেন মুক্তিযুদ্ধের কিশোর গল্প ২০০৪, মুক্তিযুদ্ধের গল্প ২০০৫। সম্পাদনা করেছেন দক্ষিন এশিয়ার নারীবাদী গল্প (যৌথ) ২০০৮। কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়েছে যৌথ সম্পাদনায় নিঃশব্দ বিপ্লব : বাংলাদেশে নারীমুক্তির তিন দশক ২০০৩। নিজের সৃজনশীল রচনার পাশাপাশি এভাবে সম্পাদনার সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন তিনি শিল্প-সাহিত্যের প্রতি অঙ্গীকারের বোধ থেকে।

ডি.নেট সব সময়ই তথ্যে প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করার জন্য কাজ করে যাচ্ছে। আর এই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই ডি.নেট ই-বুক সিরিজের সূচনা করেছে। 'জেন্ডার ও উন্নয়ন কোষ' শীর্ষক মূল্যবান তথ্য সম্বলিত এই সংকলনটি পাঠকদের কাছে সহজলভ্য করে তোলার জন্যই ডি.নেটের এই উদ্যোগ। পাঠকই এর প্রকৃত মূল্যায়ন করবেন।

জেন্ডার ও উন্নয়ন কোষ- ১ম খণ্ড (পর্ব- ১ ও ২) ■ সম্পাদনা: সেলিনা হোসেন

D.Net

জেন্ডার ও উন্নয়ন কোষ

সম্পাদনা

সেলিনা হোসেন

১ম খণ্ড

পর্ব- ১ ও ২